দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে বাইসাইকেলসহ চোর আটক, গাঁজাসহ দুইজনের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া বাইসাইকেলসহ এক চোর, ৭ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজন, মাদক মামলার এক আসামি ও পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে বাইসাইকেল চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তি ও গাঁজাসহ দুইজনকে আদালতে হাজির করা হলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে এসআই ফাহিম হোসেন ইব্রাহিমপুর গ্রামের মীর বটতলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় স্থানীয়দের সহায়তায় সাগর আলী (২২) নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার রংপুর মাঠপাড়ার হাসান আলীর ছেলে।
স্থানীয়দের ভাষ্য, ইব্রাহিমপুর গ্রামের ছোটপোল মাঠ থেকে তরিকুল ইসলামের একটি বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় লিচু মন্ডলের সাইকেল গ্যারেজের সামনে থেকে সাগর আলীকে গাঢ় সবুজ রঙের পুরোনো হারকিউলিস বাইসাইকেলসহ আটক করা হয়।
পরে সাগর আলীকে আদালতে হাজির করা হলে বিজ্ঞ আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাকে আরও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। অপরদিকে, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে লোকনাথপুর ক্লাব মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন এসআই মাহাবুল হক। গ্রেপ্তাররা হলেন—লোকনাথপুর স্কুলপাড়ার মো. আমির হোসেন (৩০) ও লোকনাথপুর গ্রামের মো. মিনারুল (৪০)।
পুলিশ জানায়, আমির হোসেনের প্যান্টের পকেট থেকে ৪ গ্রাম এবং মিনারুলের লুঙ্গির কোচর থেকে ৩ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে তাদের আদালতে হাজির করা হলে দুজনকেই ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রত্যেককে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

এ ছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি মো. রশিদুল ইসলাম (৩৬)কে বৃহস্পতিবার তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়। তিনি রুদ্রনগর গ্রামের আনছার আলীর ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, রশিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগে আরও দুটি মাদক মামলা রয়েছে।
একই দিনে চারুলিয়া পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সিআর-২০৯/২৬ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি মোছা. রেহেনা খাতুনকে লক্ষ্মীপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দামুড়হুদার কালিয়াবকরী গ্রামে বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরী মাঝপাড়ায় বাড়িতে হামলা, মারধর, ভাঙচুর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মজিবার রহমান (৫০) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে দামুড়হুদা মডেল থানায় দেওয়া অভিযোগে মজিবার রহমান উল্লেখ করেন, জমি-সংক্রান্ত বিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে একই গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে তার পূর্ববিরোধ চলে আসছিল।

এর জেরে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সময় মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলেও অভিযোগে দাবি করেন তিনি।

অভিযোগে বলা হয়, ১৩ আগস্ট রাত আনুমানিক ২টার দিকে একই গ্রামের মিঠু, মিজা, নায়েব আলী, ভুট্টু, আশা, শহিদুল ইসলাম, ইয়াল ও হারুনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২৮ থেকে ৩০ জন দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা বাড়ির সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করেন।

এ সময় একজন রামদা দিয়ে মজিবার রহমানকে আঘাত করার চেষ্টা করলে তিনি হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন। পরে কয়েকজন তাকে কিল-ঘুষি ও লাঠি-বাটাম দিয়ে মারধর করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন। পরবর্তীতে আবারও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করা হলে তিনি ঘরের ভেতরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, হামলাকারীরা বাড়ির ভেতরে থাকা টিনের চালা, গোয়ালঘর, টিনের ছাপড়া, প্রাচীরসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। এতে আনুমানিক ৩৮ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী।

ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় হামলাকারীরা তাদের গুরুতর জখম ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে দাবি করেন মজিবার রহমান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন বলেন, “লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ দুইজন গ্রেফতার, সামারি ট্রায়ালে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পৃথক অভিযানে ১৩ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

পরে তাদের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে পৃথক সাজা প্রদান করেন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের স্টেডিয়ামপাড়ার

[redacted]

[redacted]

রয়েছে।

এ ছাড়া এসআই প্রদীপ বিশ্বাসসহ বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল সিআর-২০৯/২৬ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি মোছা. চাঁন তারাকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, এএসআই আবুল বাশার মিন্টুসহ দামুড়হুদা মডেল থানার একটি দল জিআর-৯৯/২৫ মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. মাহাফুজকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার চার আসামির বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দামুড়হুদায় ৮ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এস এম সাহেব হোসেন (৩১) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল রোববার তাঁকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত এস এম সাহেব হোসেন দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর পূর্বপাড়ার মৃত আজমত আলীর ছেলে। চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শামসুর রহমান ডুগডুগি বাজারে অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, লোকনাথপুর বাজারের সাহেব টেলিকম দোকানের সামনে কয়েকজন ব্যক্তি ইয়াবা ট্যাবলেট কেনাবেচার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন।

সংবাদের ভিত্তিতে এসআই শামসুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে

লোকনাথপুর বাজারের সাহেব টেলিকম দোকানের সামনে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় এস এম সাহেব হোসেনকে আটক করা হয়।

পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তাঁর দেহ তল্লাশি করে পরিহিত ফুল প্যান্টের ডান পকেট থেকে ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। রাতেই ঘটনাস্থলে বিধি মোতাবেক জব্দ তালিকা তৈরি করে ইয়াবাগুলো জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় এসআই শামসুর রহমান বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নম্বর-৪, তারিখ ৮ আগস্ট ২০২৬।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, ‘মাদকসহ আটক আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

দামুড়হুদায় পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার পরোয়ানাভুক্ত ৪ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন জিআর মামলার এবং তিনজন সিআর মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি। গতকাল রোববার তাঁদের চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার এএসআই আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পারীঃ জারি-২৭/২৪-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি দামুড়হুদা ফকিরপাড়া (দিঘিরপাড়) এলাকার শাহাদত আলীর ছেলে জিয়াউল ইসলামকে (৩২) ৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

অপরদিকে, এসআই মানজেরুল হাসানের নেতৃত্বে ভগিরথপুর পুলিশ

ক্যাম্পের একটি দল সিআর-২০৯/২৬-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি নতিপোতা দক্ষিণপাড়ার ইব্রাহিম মণ্ডলের ছেলে ফজিলা খাতুনকে একই তারিখে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

এছাড়া, এএসআই আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল সিআর-৬২৪/২৬-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি নতিপোতা দক্ষিণপাড়ার ইব্রাহিম মণ্ডলের স্ত্রী ফজিলা খাতুনকে গতকাল রোববার তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

অন্যদিকে, এএসআই ইব্রাহিম হোসেনের নেতৃত্বে দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল জিআর-২৬৫/১৭-এর পরোয়ানাভুক্ত আসামি দলকা লক্ষ্মীপুর গ্রামের মৃত মন্টু মিয়ার ছেলে সেলিম হোসেনকে (৩৬) ৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতের পরোয়ানা জারি ছিল। পরোয়ানামূলে অভিযান পরিচালনা করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের সংশ্লিষ্ট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ নারী গ্রেফতার, ৬ মাসের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ১৫ গ্রাম গাঁজাসহ হানিফা খাতুন (৩৮) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম

কারাদণ্ড প্রদান করে। গ্রেফতারকৃত হানিফা খাতুন দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর (ইসলামপাড়া) গ্রামের পীর মোহাম্মদের স্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ৭ আগস্ট রাতে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন।রাত সাড় ৮টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজারে অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, দামুড়হুদা থানাধীন বিষ্ণুপুর ইসলামপাড়া গ্রামের হানিফা খাতুনের বাড়ির সামনে একজন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হানিফা খাতুনকে আটক করে। এ সময় তার হেফাজত থেকে ১৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাতেই পুলিশ বিষ্ণুপুর ইসলামপাড়া গ্রামে হানিফা খাতুনের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধারকৃত গাঁজা জব্দ করে। পরে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য হানিফা খাতুনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদক নির্মূলে পুলিশের অফিসের অব্যাহত থাকবে। আটককৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ধর্ষণ মামলার আসামি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় চুরি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে চুরি মামলার এক এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) তাকে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত নুর আলীম (২৫) দামুড়হুদা উপজেলার হুদাপাড়া গ্রামের জহিরের ছেলে।

পুলিশ জানায়, দামুড়হুদা মডেল থানার মামলা নং-০১, তারিখ ৩ আগস্ট ২০২৬, পেনাল কোডের ৩৮০/৩৪ ধারার এজাহারভুক্ত ৪ নম্বর আসামি নুর আলীমকে গত ৫ আগস্ট বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে হুদাপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, চুরি মামলার এজাহারভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় ২৭ পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনা এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মাদকবিরোধী অভিযানে ২৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) তাদের চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর পূর্বপাড়ার মৃত ইসলাম শেখের ছেলে কলিম উদ্দিন ওরফে কালু (৪০), সুবলপুর কাঞ্চনতলার শহিদুল ইসলামের ছেলে সাজিদ হাসান (২৮) এবং বাঘাডাঙ্গা নতুনপাড়ার আজিজুল হকের ছেলে আশিকুর রহমান (২৪)।

পুলিশ জানায়, গত ৫ আগস্ট রাত সাড়ে ১০টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সবুজ উদ্দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, বাঘাডাঙ্গা নতুনপাড়ায় অক্সফোর্ড সোলার টেকনোলজির সামনে কয়েকজন ব্যক্তি ইয়াবা কেনাবেচার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়।

আটকের পর উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তল্লাশি চালিয়ে কলিম উদ্দিনের কাছ থেকে নীল রঙের জিপারযুক্ত পলিথিনে রাখা ২৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। ইয়াবাগুলো জব্দ করে থানায় নেওয়া হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানান, তারা পরস্পরের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়াবা সংগ্রহ করে বিক্রি করে আসছিলেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।